দৈনিক
আমাদের সময়

13 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

আগামী শিক্ষাবর্ষে পরিমার্জিত নির্ভুল পাঠ্যবই দেওয়া হবে

–নারায়ণ চন্দ্র সাহা

এম এইচ রবিন ●

আগামী শিক্ষাবর্ষে পরিমার্জিত নির্ভুল পাঠ্যবই পাবে শিক্ষার্থীরা। এ বছর পাঁচটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিখন-শেখানো সামগ্রী দেওয়া হবে শিশুদের। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা আমাদের সময়ের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় এ কথা জানান।

নারায়ণ চন্দ্র সাহা বলেন, প্রাথমিকস্তর প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন করে কারিকুলাম পাঠ্যপুস্তক ও সার্বিক শিখন-শেখানো সামগ্রী নিয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করছে এনসিটিবি। ২০১৭ সালের প্রাক-প্রাথমিকে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের দেওয়া হবে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাদরি ও গারো ভাষায় মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক। তিনি বলেন, মাধ্যমিকস্তরে সব পাঠ্য-পুস্তকের বানান ও তথ্য পুনরায় পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। আশা করি আগামীতে শিক্ষার্থীরা পরিমার্জিত নির্ভুল নতুন পাঠ্যবই পাবে। এ ছাড়া সব পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও সংবিধান সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করে প্রামাণিক তথ্যসূত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিকস্তরের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের সব পাঠ্যপুস্তকের প্রচ্ছদের পেছনে অংশে প্রধানমন্ত্রীর পাঠ্যপুস্তক বিতরণের ছবি এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের স্লোগান সংযুক্ত করা হবে। আর মাধ্যমিক ও দালিখস্তরের পাঠ্যপুস্তকের প্রচ্ছদের পেছনের অংশে হেল্পলাইন সংযুক্ত করা হবে।

এনসিটিবি চেয়ারম্যান আরও জানান, নতুন শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ৩৬ কোটি ১২ লাখ ৩৮ হাজার কপি বই ছাপানো হবে। এর মধ্যে প্রাক-প্রাথমিকের বই ১ কোটি ৫ লাখ ৫ হাজার ৮৩২ কপি, প্রাথমিকের ১০ কোটি ৫২ লাখ ৮৮ হাজার ৩২৭ কপি, প্রাথমিক শিক্ষক গাইড ৬০ লাখ ১ হাজার ৭২৪ কপি, মাধ্যমিকের পাঠ্যবই গাইড ২৩ কোটি ৪৪ লাখ ৮২ হাজার ৩০ কপি, মাধ্যমিকের শিক্ষক গাইড ৪৬ লাখ ৬১ হাজার এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

আগামী শিক্ষাবর্ষে পরিমার্জিত নির্ভুল

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) ৬৬৪ কপি, অন্ধদের জন্য ব্রেইল বই ৯ হাজার ৬৬ কপি। কারিগরি (মাধ্যমিক) বিভিন্ন ট্রেড বই ৯ লাখ ২০ হাজার ৮০৫ কপি।

তিনি বলেন, সরকার ২০০৯ সাল থেকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করছে। প্রতিবছরের ধারাবাহিকতায় আগামী শিক্ষাবর্ষেও প্রথম দিনে শিক্ষার্থীরা নতুন বই পাবে। সেই লক্ষ্যে এনসিটিবি কাজ করছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।